খুলনার সাথে ৯ ঘন্টা পর উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর রেল স্টেশন এলাকায় একটি তেলবাহী ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় খুলনার সাথে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় ।

রবিবার (৭জুন) সকালে এ দূর্ঘটনা ঘটে। দূর্ঘটনার প্রায় ৯ ঘন্টা পর খুলনার সাথে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।

জানা যায়, খুলনা থেকে মেকানিক এসে লাইনচ্যুত হওয়া ট্রেন মেরামতের কাজ শুরু করেন। কাজ করতে দীর্ঘ সময় লাগলেও এখন খুলনার সাথে উত্তর অঞ্চলের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক। অর্থাৎ সকাল ৬ থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত মেরামতের কাজ চলে ।

স্টেশন মাস্টার নয়ন হোসেন জানান, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা পার্বতীপুরগামী তেলবাহী মালগাড়ী ট্রেনটি কোটচাদপুরের সাফদারপুর স্টেশনের কাছে পৌঁছালে সকাল ৬ টার দিকে পেছনের ৩ টি ট্যাংকারের ৯ টি চাকা লাইনচ্যুত হয়। এতে বন্ধ হয়ে যায় খুলনার সাথে রাজশাহীসহ উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল । খুলনা থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন ও পাকশি থেকে উদ্ধারকারী দুটি ট্রেন যৌথভাবে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উল্লেখ, গত ২১ মে একই এলাকায় আরও একটি মালবাহী ট্রেনের লাইনচ্যুতি ঘটে, বিষয়টি নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের তদন্ত দাবি করেণ এলাকাবাসী।

বিসিবির সভাপতির সাথে খুলনা

বিভাগীয় প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ

বিসিবির (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) সভাপতি তামিম ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধিরা।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিসিবি কার্যালয়ে তারা এ সাক্ষাৎ করেন। বিসিবির সভাপতি তামিম ইকবাল তাদের শুভেচ্ছা জানান এবং জেলার ক্রিকেটের মান উন্নয়নের প্রতি বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

বিসিবির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ খুলনা বিভাগের জেলা প্রতিনিধিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় চিকিৎসক হয়রানির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ সমাবেশ

খুলনার বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম বাবলুকে হয়রানির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে চিকিৎসকদের বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ডক্টরস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ড্যাবের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সদর হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকসহ অন্যান্যরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে ড্যাবের সদস্য ডা: আব্দুল খালেক, ডা: আনোয়ারুল ইসলাম, ডা: জাকির হোসেন, ডা: শাহিন ঢালী, ডা: আরাফাত রহমান, ডা: হামিদুর রহমান বেলাল, ডা: তন্দ্রা, ডা: তারিন শুভসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচী থেকে বক্তারা, চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম বাবলু হয়রানির ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী

জানান।

গত ১৩ এপ্রিল খুলনার বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালে খুলনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগর লবী’র উপস্থিতিতে স্থানীয় কিছু নেতা ডাক্তার বাবলুকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে। একই সাথে হাসপাতালের ট্রাস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগ করতে চাপ প্রয়োগ করে বলে অভিযোগ করা হয়।

খুলনা মেডিকেলের প্রিজন সেলে মেহেরপুরের আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু!

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেহেরপুর জেলা কারাগারের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম গোলাম মোস্তফা (৫৫)। তিনি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার আমান উল্লাহ।

কারা কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার সকালে গোলাম মোস্তফার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পরে কারা কর্তৃপক্ষ তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে স্থানান্তর করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে গোলাম মোস্তফা কারাগারের ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় তাকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পরদিন সকালে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় পাঠানো হয়। স্ট্রোক জনিত কারণে

তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে স্থানীয় চিকিৎসকরা মনে করছেন বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।

কারা সূত্র ও নথি অনুযায়ী, গোলাম মোস্তফা মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার পিতার নাম সাইতুল্লাহ মণ্ডল। নথিপত্রে দেখা যায়, তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। এসব মামলার মধ্যে অন্তত তিনটি মামলায় তিনি জামিনে ছিলেন। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জামিনে থাকা অবস্থায় তাকে ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর দায়েরকৃত আরেকটি মামলায় আটক দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। পরে আদালতের আদেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর থানায় দায়ের করা বিভিন্ন এফআইআরে তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ৪২৭, ৩৪১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭ ও ৫০৬ ধারাসহ একাধিক ধারায় মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার আমান উল্লাহ বলেন, ‘শুক্রবার রাতে কয়েদি গোলাম মোস্তফা কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি হলে শনিবার সকাল সাতটার দিকে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন বলে শুনেছি। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো চিঠি হাতে পাইনি।’

কয়েদির মৃত্যুর ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে বলে জানিয়েছে মেহেরপুর জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষ।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবির সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি

খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও শ্রমিক উইংয়ের খুলনা বিভাগীয় আহ্বায়ক মোতালেব সিকদারকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের গুলিবর্ষণের ঘটনার পর চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন

সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

অপরাধীরা যাতে সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত টহল, নজরদারি বৃদ্ধি এবং কৌশলগত স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম শুরু করেছে।

গতকাল সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকায় এ গুলির ঘটনা ঘটে। এ সময় দুর্বৃত্তরা মোতালেব সিকদারকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে তিনি গুরুতর আহত হন। তিনি এনসিপির কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক এবং দলটির খুলনা বিভাগীয় শ্রমিক উইংয়ের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঘটনার পরপরই চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক জেলার দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও পাহারা জোরদারের নির্দেশ দেন। সোমবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, অপরাধীদের দেশত্যাগ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন এবং নিয়মিত টহলের পাশাপাশি টহল কার্যক্রম দ্বিগুণ করা হয়েছে।

এছাড়া সীমান্ত দিয়ে চলাচলকারী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করে দুষ্কৃতকারীদের আটক করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানানো হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান বলেন,

“এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সেজন্য দক্ষিণ-পশ্চিম রিজিয়ন যশোর বিজিবির নির্দেশনায় সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।”

এনসিপির খুলনা বিভাগীয় প্রধানের মাথায় গুলি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির পর এবার এনসিপির খুলনা বিভাগীয় প্রধান এবং এনসিপি শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোতালেব শিকদারের মাথায় গুলি করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ডা. মাহমুদা মিতু।

পোস্টে মাহমুদা মিতু বলেন, ‘এনসিপির খুলনা বিভাগীয় প্রধান এবং এনসিপি শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোতালেব শিকদারকে একটু আগে গুলি করা হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে।

সোনাডাঙ্গা থানার ওসি মোশাররফ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কারা হামলার করেছে সে বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি।

খুলনাতে এপেক্স ক্লাব জেলা-৬ এর কনভেনশন অনুষ্ঠিত

এপেক্স বাংলাদেশের খুলনাতে এপেক্স ক্লাব জেলা-৬ এর কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে হোটেল ডিএস প্যালেস কনফারেন্স রুমে খুলনা এপেক্স ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট এ্যাড. জিএম আবু মুসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, এপেক্স বাংলাদেশের জাতীয় সভাপতি এপেক্সিয়ান এম সায়েম টিপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট এপেক্সিয়ান আবু নাঈম মোঃ মাকসুদুর রহমান, ন্যাশনাল একশন ডাইরেক্টর এপেক্সিয়ান রফিকুল ইসলাম ও ন্যাশনাল এক্সটেনশন ডাইরেক্টর এপেক্সিয়ান শাহনাজ

পারভীন সেতু।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, জেলা-৬ এর গভর্নর এ্যাডঃ শেখ আমীর হামজা। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা হয়। এরপর এপেক্স সংগীত ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্বে আলোচনা সভা ও জেলা-৬ এর অধীনে ক্লাবগুলোর বার্ষিক রিপোর্ট ও ডিজি ৬ এর বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয় ও রিপোর্টের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে জেলা ০৬ এর আগামী ২০২৬ সালের জন্য নুজন জেলা গভর্নর নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনে আগামী বছরের জন্য এপেক্স ক্লাব অব মেহেরপুরের প্রেসিডেন্ট রফিকুল আলম বকুল কে জেলা-৬ এর নতুন গভর্নর নির্বাচিত করা হয়।৷ ন্যাশনাল বোর্ড, সকল ক্লাব প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ও সদস্যদের সম্মতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় মেহেরপুরের জেলার মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল কে সর্বসম্মতিক্রমে জেলা-৬ এর নুতন গর্ভনর নির্বাচিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালের জন্য এপেক্স ক্লাব অব মেহেরপুর বেস্ট ক্লাব ও বেস্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেহেরপুর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রফিকুল আলম বকুল কে নির্বাচিত করে ক্রেস্ট ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এপেক্স বাংলাদেশের জাতীয় সভাপতি এপেক্সিয়ান এম সায়েম টিপু এপেক্সিয়ানদের উদ্দেশ্যে বলেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে এপেক্স ক্লাবকে আরও বেগবান ও কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। আগামী জেলা ৬ কে গতিশীল ও কার্যকর করতে নুতন গভর্নরের প্রতি আহ্বান জানান।

আজ বিএনপির মনোনয়ন চুড়ান্ত

পূর্ব খুলনা বিভাগের শেষ মিটিং

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও আলোচনা, তর্ক বিতর্ক বেড়ে চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম। আজ এক নেতার অনুসারী ‘আলহামদুল্লিাহ’ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন তো কাল আরেক নেতা পাল্টা ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে মাঠ সরগরম করে রাখছেন। কেউ লিখছেন, ‘দেখা হবে বিজয়ে’ তো কেউ লিখছেন ‘পথ দেখাবে যোগ্য নেতা’। এ ধরণের নানান উপমা, বিশেষণে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম ফেসবুক সরগরম হয়ে থাকছে। এর মধ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ফোন কলে আরও সরগরম হয়ে উঠেছে নির্বাচনী মাঠ। সবমিলিয়ে কে হবেন বিএনপির কাণ্ডারি তা হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যে দলটি নিশ্চিত করবেন।

আজ সোমবার শেষবারের মত খুলনা বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের নিয়ে মিটিংয়ে বসবেন দলটির শীর্ষ নেতারা। তারেক রহমান ভার্চুয়ালি সভার নেতৃত্ব দেবেন বলেও জানা গেছে। তবে যারা ডাক পেয়েছেন তারা সকলেই আশাবাদি । দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে মাঠে কাজ করার আহবান জানানোয় হতে পারে আজকের মিটিংয়ের মূল সারমর্ম।

দলের নির্ভযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের দুটি আসন থেকে ৫ নেতাকে ডাকা হয়েছে এ মিটিংয়ে। বিকাল ৩ টার দিকে মিটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এই ৫ নেতার মধ্যেই দুই নেতার ভাগ্য খুলবে এটা মোটামোটি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

মেহেরপুর -১ আসন থেকে যাদের ডাকা হয়েছে তারা হলেন- সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন , জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন। মেহেরপুর-২ আসন থেকে ডাকা হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

আজ সোমবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে খুলনা বিভাগীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতাদের নিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করবেন।

মেহেরপুর-১ আসন থেকে মিটিংয়ে ডাক পাওয়া এক নেতা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে মহাসচিব ডেকেছিলেন আসন প্রতি মনোনয়ন প্রত্যাশীদের। সেই ধারাবাহিকতায় এভার দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ডেকেছেন বিভাগওয়ারী সকল মনোনয়ন প্রত্যাশীকে। আজ সোমবার খুলনা বিভাগের সকল মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতারা মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবেন। মেহেরপুর
- ১ আসন থেকে গতবারের মত ৩ জন এবং মেহেরপুর-২ আসন থেকে ২ দুই জনকে ডাকা হয়েছে। মিটিং শেষে বোঝা যাবে কেন ডাকা হয়েছে। তবে আমার মনে হয়েছে মনোনয়ন যাকেই দেওয়া হবে তার হয়েই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশ আসতে পারে। মনোনয়ন কে পাবেন আমার মনেহয় তা চুড়ান্ত হয়েই গেছে তবে প্রকাশ হতে হয়তো সপ্তাহখানেক সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন এই নেতা।

খুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার জিলেরডাঙ্গা এলাকায় যাত্রীবাহী ইজিবাইকের সঙ্গে একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়ালো। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাতজন যাত্রী নিয়ে ডুমুরিয়া বাজার থেকে খুলনা নগরীর গল্লামারীর উদ্দেশে যাত্রা করছিল একটি ইজিবাইক। খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের জিলেরডাঙ্গা এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকটির সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকের চালক মুজাহিদুল মোড়ল (২৫) ও যাত্রী রিনা খাতুন (৪৭) নিহত হন। পরে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর রুস্তম আলী খান (৬৪) এবং অজ্ঞাত (৪০) মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত একজনকেকে ডুমুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে যান

চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ চালায় এবং মহাসড়কে স্বাভাবিক যান চলাচল নিশ্চিত করে। দুর্ঘটনাকবলিত ইজিবাইকটি উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

এদিকে সংঘর্ষের পরপরই পিকআপ ভ্যানের চালক ও সহকারী পালিয়ে যান। পুলিশ তাদের আটকের চেষ্টা করছে।

ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদ রানা জানান, ঘটনাস্থলেই দু’জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আরো দুইজনের মৃত্যুর খবর শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ কাজ করছে।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

খুলনা থেকে আসা ৬৬ টন পচাঁ গম ঝিনাইদহ সরকারী খাদ্য গুদামে সংরক্ষন

খুলনা সিএসডি খাদ্য গুদাম থেকে আসা ৬৬ টন পচাঁ গম ঝিনাইদহ সরকারী খাদ্য গুদামে গুদামজাত করা হয়েছে। শুক্রবার দিনব্যাপি এসব পচাঁ গম ৪টি ট্রাক থেকে আনলোডের মাধ্যমে গুদামে রাখা হয়।

জানা যায়, খুলনা সিএসডির চলতি দায়িত্বে থাকা সহকারী ব্যবস্থাপক পূর্নিমা মন্ডল স্বাক্ষরিত ১৬জুলাই ৪টি ভি-ইনভয়েসের মাধ্যমে এসব পচাঁ গম ঝিনাইদহ সদর উপজেলা খাদ্য গুদামে (সদর এলএসডি তে পাঠায়। বৃহস্পতিবার ভোরে ঝিনাইদহ সদর সরকারী খাদ্য গুদামের (সদর ওসিএলএসডি) গেটে ৪টি ট্রাকে ৬৬টন পঁচা গম নিয়ে প্রবেশ করে। প্রথম জেটি-১১-১৮২৪ নম্বর ট্রাকে ২৯৫ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৮৭০ টন, দ্বিতীয় জেটি-১১-১২৯৬ নম্বর ট্রাকে ২৯৬ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৭৭৯ টন,তৃতীয় ডিএমটি-২৪-৩৭৭৯ নস্বর ট্রাকে ২৮৮ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৫৯০টন, চতুর্থ আরজেএমটি-১১-০৩৮১ ট্রাক নম্বরে ৩০০ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৬৮৬টন। প্রতিটি ভি-ইনভয়েসে লেখা ছিলো পন্যের নাম লাল গম এবং গুনগত মান ডিএসডি-থ্রি। প্রতিটি ভি-ইনভয়েসে খুলনা সিএসডির

তল্লাসি ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ছিলো। কিন্তু গমের ভি-ইনভয়েস দেখে উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন মালের মান বুঝে নিতে গিয়ে দেখেন তা অত্যন্ত নিম্নমানের পচাঁ গম। তখন ট্রাক গুলা আনলোড না করে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করে। অফিসের মাধ্যমে খবর পেয়ে খুলনার বিভাগীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যলয় থেকে একটি পরিদর্শক টিম এসে এই নিম্ন মানের পচাঁ গম ঝিনাইদহ খাদ্য গুদামে রাখার চাপ দিলে ঝিনাইদহ সদরের খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত গুদাম রক্ষক কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন তা গুদামজাত করতে বাধ্য হন। এই নিম্ন মানের ৬৬ টন গম ফেরত না দিলে ঝিনাইদহের উপকার ভোগী ভোক্তা বা গ্রাহকগণ চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং আগামীতে আরো দুইশ টন গম আসার কথা সেটাও নিম্ন মানের মাল পাঠাবে বলে ধারণা করা যায়।

গাড়ীর চালক ও হেলপাররা জানায়, খুলনার বৈকালী থেকে গম লোড করার সময় তারা দেখতে পান গম পঁচা, নিন্মমানের ও ধুলায় পরিপুর্ন। যেগুলা আটা করে খাওয়ার অনুপোযী। সাধারণ মানুষকে এগুলা খাওয়ালে তার রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। যেহেতু আমরা পরিবহনের দায়িত্বে তাই কিছু বলতে পারিনি। আমার জেলা গুদামে আসারপর আপনাদেরকে জানাতে পারলাম।

এদিকে দুইদন ট্রাক আটকিয়ে রাখায় তখন ট্রাকের চালক এবং ট্রাক মালিকদের সাথে খাদ্য পরিদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন বাক-বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার পর্যন্ত দুদিন ট্রাক আটকিয়ে রাখার দায়ে হরিণাকুণ্ডুু ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান লিটন তার ট্রাকের ক্ষতিপূরণ দাবি করলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাক-বিতান্ডার সৃষ্টি হয়। তখন ঝিনাইদহ চেম্বার অফ কর্মাস এন্ড ইন্ডাট্রিজ এর সভাপতি ও জেলা চালকল মালিক সমিতির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন ঘটনাস্থলে পৌছে উভয় পক্ষের মধ্যস্ততায় ক্ষতিপূরণের বিষয়টি মিমাংশা করেণ এবং ট্রাক থেকে মাল আনলোড করে ট্রাকগুলো ছেড়েদেন।

এবিষয়ে সদর উপজেলা খাদ্য পরদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন নিম্ন মানের গম হওয়ায় আমি ট্রাক আটকিয়ে দিয়েছিলাম, ট্রাকগুলো ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু বিশেষ কারণে এই গম আমার রাখতে হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) প্রিয় কমল চাকমা’র বলেন আমি ছুটিতে বাড়ী থাকায় বিষয়টি সম্পর্কে কিছু জানিনা। রবিবার এসে বিস্তারিত জানাতে পারবো।